সুনান আদ-দারাকুতনী

হাদিস নাম্বারঃ ১০১৫

৩. নামায (كتاب الصلاة)

পরিচ্ছেদঃ ১১. প্রতি ওয়াক্ত নামাযের আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে (নফল) নামায পড়তে উৎসাহিত করা এবং মাগরিবের নামাযের পূর্বে দুই রাকআত নফল নামায পড়া এবং এতদসম্পর্কে মতানৈক্য

بَابُ الْحَثِّ عَلَى الرُّكُوعِ بَيْنَ الْأَذَانَيْنِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ وَالرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ

আরবী

وَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ ، ثَنَا حَيَّانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيُّ ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ صَلَاةِ الظُّهْرِ ، فَلَمَّا سَمِعَ الْأَذَانَ ، قَالَ : " قُومُوا فَصَلُّوا رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْإِقَامَةِ ؛ فَإِنَّ أَبِي قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ : " عِنْدَ كُلِّ أَذَانَيْنِ رَكْعَتَانِ قَبْلَ الْإِقَامَةِ ، مَا خَلَا أَذَانَ الْمَغْرِبِ " . قَالَ ابْنُ بُرَيْدَةَ : لَقَدْ أَدْرَكْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يُصَلِّي تَيْنِكَ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْمَغْرِبِ ، لَا يَدَعُهُمَا عَلَى حَالٍ ، قَالَ : فَقُمْنَا فَصَلَّيْنَا الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْإِقَامَةِ ، ثُمَّ انْتَظَرْنَا حَتَّى خَرَجَ الْإِمَامُ ، فَصَلَّيْنَا مَعَهُ الْمَكْتُوبَةَ . خَالَفَهُ حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ ، وَسَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ وَكَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ ، وَكُلُّهُمْ ثِقَاتٌ ، وَحَيَّانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ لَيْسَ بِقَوِيٍّ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

বাংলা

১০১৫(২). আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ) ... হায়্যান ইবনে উবায়দুল্লাহ আল-আদাবী (রহঃ) বলেন, আমরা আবদুল্লাহ ইবনে বুরায়দা (রহঃ)-এর নিকট বসা ছিলাম। এমতাবস্থায় মুয়াযযিন যুহরের নামাযের আযান দিলো। তিনি আযান শুনে বলেন, তোমরা ওঠো এবং ইকামতের পূর্বে দুই রাত (নফল) নামায পড়ো। কারণ আমার পিতা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ দুই আযানের সময় ইকামতের পূর্বে দুই রাকআত নামায আছে, মাগরিবের আযান ব্যতীত। ইবনে বুরায়দা (রহঃ) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ)-কে মাগরিবের নামাযের পূর্বে এই দুই রাকআত নামায পড়তে দেখেছি। তিনি কোন অবস্থায়ই এই দুই রাআত নামায ছাড়তেন না। রাবী বলেন, অতএব আমরা উঠে গিয়ে ইকামতের পূর্বে দুই রাকআত নামায পড়লাম। তারপর আমরা অপেক্ষা করতে থাকলাম। শেষে ইমাম বের হয়ে এলে আমরা তার সাথে ফরয নামায পড়লাম।

হুসাইন আল-মুআল্লিম, সাঈদ আল-জুরায়রী ও কাহমাস ইবনুল হাসান (রহঃ) তার সাথে বিরোধ করেছেন। তারা সবাই নির্ভরযোগ্য রাবী। আর হায়্যান ইবনে উবায়দুল্লাহ তেমন শক্তিশালী নন । আল্লাহ সর্বাধিক জ্ঞাত।

হাদিসের মান: তাহকীক অপেক্ষমাণ পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বর্ণনাকারীঃ হায়্যান ইবনে উবায়দুল্লাহ আল-আদাবী (রহঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=80804

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন